তৎকুলজং ভবতাং শাসনাতিগমিতি। যথাহ—ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতাঃ পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ। যৎ সাধোঽস্য গৃহে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥ ১৫১ ॥

ত্রি সপ্তভিঃ প্রাচীনকল্পগততদীয়পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মসম্বন্ধিভিঃ পিতৃভিঃ সহ অস্মিন্ জন্মনি হিরণ্যকশিপুকশ্যপ মরীচিব্রহ্মাণ এব তৎপিতর ইতি ॥ ৭ ॥ ১০ ॥ শ্রীনৃসিংহঃ প্রহ্লাদম্ ॥ ১৫১ ॥

অতএব, শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও অল্পমাত্রকাল ভগবদ্ভজন করিলেই যে সমস্তটা জীবন সফল হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—"জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি বৈ। ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥" যে জন শ্রীবিষ্ণুকে ভজন করে, তাহার ৫ দিনের পরমায়ুও ধন্য। কিন্তু কেশবে ভক্তিহীনজনের সহস্রকল্প জীবন ধারণও অধন্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের কপিলযোগে যে গর্ভস্থিত জীবের ভগবৎস্তুতির কথা শুনা যায়, আবার সেই জীবেরই অর্থাৎ যে জীব গর্ভে শ্রীভগবান্‌কে স্তব করে, তাহারই সংসার-দুঃখের কথাও বর্ণিত আছে। তাহা হইলে অল্পকাল শ্রীভগবদ্ভজন করিলেই জীব সংসার হইতে বিমুক্ত হয়—এইরূপ প্রমাণ বহুল পুরাণ হইতে ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও ১৪৯ বাক্যে প্রচুরতর ভাবে দেখান হইয়াছে। অথচ জননীগর্ভে থাকিয়া জীবমাত্রই জঠর-যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া কাতরভাবে শ্রীভগবান্‌কে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য স্তব করে, আবার সেই জীবই ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া যায় এবং সংসার-বাসনায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই তৃতীয় স্কন্ধের উক্তির সহিত অন্যান্য পুরাণ, সংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানান্তরীর প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটিয়া পড়ে—ইহার সমাধান কি? অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে —যে জন শ্রীহরিচরণে শরণাগত হইয়া একবারও বলে—"হরি হে! আমি তোমার" শ্রীহরি তাহাকে সর্ব্বভয় হইতে—এমন কি, মায়ার বন্ধন হইতেও বিমোচন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ তোমার হঙ্ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধন হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার ॥

—চৈঃ চঃ, ২২ পঃ

তাহা হইলে তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে দেখা যায় —জীব গর্ভ-যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয়, অতিশয় কাতর ও দীনভাবে শ্রীভগবানের প্রচুরতর স্তব করে, অথচ সেই জীবই ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীহরিকে ভুলিয়া যায় এবং সংসারমোহে পতিত হয়। এই বিরোধের পরিহার কিরূপে হইতে পারে? তাহারই মীমাংসার